



শ্রমিক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা
অধিকার আইন ২০১৩-র
রূপায়ণে শ্রমদপ্তরের
নির্দেশিকা প্রকাশ

অগস্ট ২০১৫ • দ্বিতীয় বর্ষ • তৃতীয় সংখ্যা



খবর প্রথম পাতায়



খবর প্রথম পাতায়



খবর প্রথম পাতায়



খবর দুইয়ের পাতায়



খবর দুইয়ের পাতায়



খবর তিনের পাতায়



খবর চারের পাতায়



খবর চারের পাতায়



গত চার বছরেরও বেশী সময় ধরে উন্নয়নের ধারাকে রাজ্যের সর্বত্র প্রবাহিত করার লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে বর্তমান রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়নকে ঘিরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ও উদ্যমকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে আসানসোলে-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক বন্ধুদের জন্য দ্রুত এগিয়ে চলেছে ‘শ্রম ভবন’ নির্মাণের কাজ। উল্লেখ্য যে গত বছর নভেম্বর মাসে শ্রম দপ্তর প্রস্তাবিত এই ‘শ্রম ভবনের’ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক, মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ

আখতার এবং শ্রম দপ্তরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ। এই সময়কালে শ্রম আইনের রূপায়ণ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বিবিধ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে শ্রম দপ্তর সৃষ্টিতে ভূমিকা পালন করে চলেছে। আরও সূচক ভাবে এই দায়িত্ব পালনের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস দরকারী হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই শ্রম দপ্তরের এই উদ্যোগ। আসানসোলে এবং শিলিগুড়িতে ‘শ্রম ভবন’ নির্মিত হলে শ্রম দপ্তরের বহুমাত্রিক কর্মসূচীর রূপায়ণ আরও গতিশীল হবে।

ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নতুন শাখা আসানসোলে শীঘ্রই বয়লার অধিকারে অন লাইনের মাধ্যমে পরিষেবা প্রদান



গত ৩১শে অগস্ট, ২০১৫ তারিখে আসানসোলার কন্যাপুরে ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নতুন শাখার উদ্বোধন করলেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। রাজ্য শ্রম

প্রতিষ্ঠান এই উদ্যোগে সহযোগী ভূমিকা পালন করছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বয়লার অধিকারের অধিকর্তা মাননীয় শ্রী গোপালচন্দ্র দাশ, এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং উপ বয়লার এরপর চারের পাতায় তৃতীয় কলামে

অসংগঠিত শ্রমের নিমাণ শ্রমিকদের জন্য বিশেষ শিবির শ্রম কমিশনারেটের নিজস্ব ওয়েবসাইটের উদ্বোধন

সমাজের অসংগঠিত ক্ষেত্রে অবস্থানরত শ্রমিকদের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষার সুফল দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রম দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে তার সাম্প্রতিকতম নিদর্শন স্বরূপ গত ৩রা আগস্ট, ২০১৫ তারিখে নব মহাকরণের দ্বাদশ তলায় শ্রম কমিশনারেটের কার্যালয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য এক বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প শিবিরের উদ্বোধন করেন মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার মহাশয়।

এই দিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট শ্রম আধিকারিকগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রী আজিজ রসুল, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ, ডঃ মহঃ নাসিম, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ, সৈয়দ হাসান আসকারী, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ, শ্রী পশুপতি ঘোষ, অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শ্রম আধিকারিক ও কর্মচারীগণ।

চারিত্রিক দিক থেকে এই শিবির অভিনব ছিলো। কারণ, শ্রম দপ্তরের সাম্প্রতিক আধুনিকীকরণ প্রকল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সমস্ত নির্মাণ কর্মী যুক্ত ছিলো তাদেরকে এই সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে নির্মাণ কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়।

এইক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে, উক্ত দিনে মাননীয় শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী জাভেদ আখতার মহাশয় এন. আই. সি (NIC)-র কারিগরী অধিকর্তা শ্রী পদ্মনাভ মিত্রের উপস্থিতিতে শ্রম দপ্তরের নিজস্ব ওয়েবসাইটের (wblc.gov.in) আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন।

এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শ্রম দপ্তরের বিবিধ কার্য পরস্পরা ও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প সম্বন্ধে সহজেই অবগত হওয়া যাবে এবং শ্রম দপ্তরের পরিষেবা লাভ করা যাবে বলে শ্রম মহাধ্যক্ষ অবহিত করেন।



পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩ পরিষেবা প্রদানের সময়সীমা নির্দিষ্ট করল শ্রম দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী নাগরিকদের প্রাপ্য আইনগত সুবিধা এবং পরিষেবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে ২৭.০৯.২০১৩ তারিখ হতে পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩ কার্যকর হয়েছে। এই আইন রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পৌরসভা, পৌরনিগম এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ অথবা মূলতঃ সরকারী অর্থে চালু থাকা সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে। প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিটি দপ্তরকে নাগরিকদের জন্য প্রদেয় পরিষেবা এবং নির্ধারিত সময়সীমা জানাতে হবে। পরিষেবা

প্রদানে গাফিলতি প্রমাণিত হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং আপিল কর্তৃপক্ষের জরিমানা ধার্য হতে পারে।

রাজ্য শ্রম দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন অধিকারে এই জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩র যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (১৬৮৮-জি ই/জি/৩৫-২০/২০১৪, তারিখ ১১ই জুন, ২০১৫) শ্রম দপ্তর নির্দেশিকা জারি করেছে। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ অধিকার, শ্রম কমিশনারেট, বয়লার অধিকার, কারখানা অধিকার, কর্মনিয়োগ অধিকার, এবং পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের নানাবিধ আইনানুগ পরিষেবা, পরিষেবা প্রদানের নির্ধারিত সময় এবং নানা স্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের পদমর্যাদা এই নির্দেশিকায় বিবৃত আছে।

সম্পাদকীয় চর পেরিয়ে পাঁচে

রাজ্যের সমস্ত শ্রেণির মানুষদের জীবনের উন্নতি, সকলের জন্য সমান অধিকার ও সুযোগ, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের সমাজের মূলমাত্রাতে ফিরিয়ে আনা এবং অর্জিত অর্থনৈতিক সুফলের সুযম বণ্টন করার দৃষ্টিভঙ্গিতে একনিষ্ঠ থেকে বর্তমান রাজ্য সরকারের কার্যকাল চার বছর পূর্ণ করে পাঁচ বছরে প্রবেশ করেছে।

এই সময়সীমায় রাজ্যের সার্বিক বিকাশে শ্রম দফতর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। ‘শিল্প বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও’ নীতির মাধ্যমে ধর্মঘটজনিত কারণে নষ্ট হওয়া শ্রম দিবসের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। শিল্প অসুস্থতাবের দ্রুত নীমাংসা হচ্ছে। রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। শুণ্ড নতুন শিল্পই নয়, বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু করা বা বিকল্প শিল্প সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রেও সরকার মনোনিবেশ করেছে।

যুব সম্প্রদায়কে স্বনির্ভর করার জন্য চালু হয়েছে ‘এমপ্লয়মেন্ট ব্যান্ড’, ‘যুবশ্রী’ এবং ‘গতিধারা’ প্রকল্প। বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক কম খরচে কলকাতা এবং অতি সম্প্রতি

আসানসোলে ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উচ্চ মানের ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

সমাজের অসংগঠিত স্তরে অবস্থানরত সকল শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ‘শ্রমিক মেলা’ সহ বিবিধ সচেতনতা শিবির পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নির্দেশিত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দ্রুত সুবিধা প্রদানের জন্য ‘সামাজিক মুক্তি কার্ড’ বিতরণ করা হচ্ছে। শ্রম আইনের যথাযোগ্য প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উন্নততর পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যের ই এস আই হাসপাতালে পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়ে চলেছে। শ্রম কমিশনারেট ও কারখানা অধিকার অন লাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান শুরু করেছে এবং বয়লার অধিকারেও এই পদ্ধতি শীঘ্রই শুরু হবে।

অবহেলিত আর্থ-সামাজিক অবস্থার নাগপাশ মুক্ত হয়ে উন্নয়ন ও প্রগতির রাজপথে আজ পশ্চিমবঙ্গ তার সর্গর উপস্থিতি ঘোষণা করেছে। রাজ্যের আগামীদিন তাই প্রকৃত অর্থেই সম্ভাবনাময়।

রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত হল চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য একশো কোটি টাকার কল্যাণ তহবিল



পশ্চিমবঙ্গের ২৮৩টি রেজিস্ট্রিকৃত চা-বাগানে কর্মরত প্রায় ২.৬২ লক্ষ শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে রাজ্য সরকার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গত ১৮.০৬.২০১৫ বিধানসভায় ‘The West Bengal Tea Plantation Employees’ Welfare Fund Bill, 2015’ নামে বিলটি গৃহীত হয়েছে।

মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক বিলটি সভায় পেশ করে উল্লেখ করেন যে বাণিজ্যিক নিগম দ্বারা পরিচালিত কিছু চা-বাগান এবং বংশানুক্রমিক ভাবে চা উৎপাদনের সাথে যুক্ত কিছু বনদি চা-বাগান ব্যতীত অধিকাংশ বাগান কর্তৃপক্ষই বাগিচা শ্রমিক আইন, ১৯৫১ অনুসারে শ্রমিকদের জন্য বিনা ভাড়ায় বাসস্থান, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সংযোগ, খাদ্যশস্য প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, সন্তানদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সহ নানা অপরিহার্য পরিষেবা প্রদান প্রায়শই লঙ্ঘন করে থাকেন। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণ দেখিয়ে

অপেক্ষাকৃত ছোটো চা-বাগান কর্তৃপক্ষও শ্রমিকদের এই সকল সুবিধা প্রদানে বিরত থাকেন। এই প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ ও অসম সরকার দ্বারা গঠিত এক আন্তঃমন্ত্রক কমিটি সুপারিশ করেছেন যে রাজ্যকেও চা-শ্রমিকদের বিধিবদ্ধ সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে অংশীদার হতে হবে। এই সুপারিশের প্রেক্ষাপটে এবং চা-শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের ঘোষিত নীতিকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে গঠিত এই তহবিল থেকে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, বাড়ি নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য চা-বাগান মালিকদের সহজ শর্তে ও অল্প সুদে ঋণ দেওয়া হবে। শ্রমিকদের সন্তানদের কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের জন্য বৃত্তি দেওয়া হবে। বন্ধ অথবা সমস্যা জর্জরিত কোনও চা বাগানের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা উদ্যোগপতিদের উৎসাহ-অর্থ দেওয়ার সংস্থানও থাকবে। প্রাথমিক ভাবে একশো কোটি টাকার তহবিল গড়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

শ্রম দপ্তর ও কারখানা অধিকারের যৌথ প্রয়াস হলদিয়াতে এক দিনের সচেতনতা শিবির



শ্রম দপ্তরের পরিচালনায় ও কারখানা অধিকারের কারিগরি সহযোগিতায় গত ২৯.৫.২০১৫ হলদিয়ার ইন্ডিয়ান অয়েল ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাডেমিতে কারখানার নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতা শিবির পরিচালিত হয়েছে। হলদিয়া এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে অবস্থিত টাটা মেটালিকস্, ইমামী, এক্সাইড, ইন্ডিয়ান অয়েলের হলদিয়া শোধানাগার, টাটা হিটচি, ট্র্যাক্টরস্ ইন্ডিয়া, হলদিয়া এনার্জি, গোদরেজ এগ্রো সহ বিভিন্ন কারখানা হতে প্রায় ১৮৫ জন প্রতিনিধি এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই শিবিরে মাননীয় সাংসদ শ্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়ের উপস্থিতি পূর্ব নির্ধারিত থাকলেও জরুরি প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে থাকায় তারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সক্ষম হন নি।

শিবিরে যোগদানকারীদের অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় সুরক্ষা পর্যদ, পশ্চিমবঙ্গ শাখার সচিব শ্রী অভিজিৎ কুমার নন্দার। উদ্বোধন পর্বে অনুষ্ঠানে এই শিবির পরিচালনার উদ্দেশ্য এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করেন শ্রম দপ্তরের সচিব মাননীয়

শ্রী অমল রায় চৌধুরী, জাতীয় সুরক্ষা পর্যদ, কলকাতা শাখার সভাপতি মাননীয় শ্রী গৌতম রায় এবং কারখানা অধিকারের মুখ্য পরিদর্শক মাননীয় শ্রী রমেশ চন্দ্র দত্ত।

মূল আলোচনা তিন পর্বে বিভক্ত ছিল এবং এই তিন পর্বে সভাপতির আসনে ছিলেন যথাক্রমে ইন্ডিয়ান অয়েল, হলদিয়ার নির্বাহী আধিকারিক মাননীয় শ্রী এ পি গঙ্গোপাধ্যায়, কারখানা অধিকারের যুগ্ম মুখ্য পরিদর্শক মাননীয় শ্রী আশিস ঘোষাল এবং জাতীয় সুরক্ষা পর্যদ, কলকাতা শাখার সভাপতি মাননীয় শ্রী গৌতম রায়।

এই সভায় এল পি জি এবং রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সতর্কতা ও পালনীয় কর্তব্য, পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা, কারখানা আইন, ১৯৪৮-র গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী, অন লাইনের মাধ্যমে কারখানার নক্সা পেশ এবং নিবন্ধীকরণ, বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত সতর্কতা, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যের অপকারিতা ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ নানা বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আগামী দিনে হলদিয়া এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কারখানার আদর্শ পরিবেশ বজায় রাখতে এই আলোচনা যথেষ্ট সহায়ক হবে।

ব্যাঙেল, বক্রেশ্বর, সাঁওতালডিহি ও কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ত্রিপাক্ষিক চুক্তি

বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে শিল্প বিনিয়োগের এক যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যেখানে শিল্পপতিরা বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছেন এবং শ্রমিকদেরও অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপাক্ষিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক বিরোধের দ্রুত সমাধান করা হচ্ছে যাতে শিল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়া কোনোভাবেই ব্যাহত না হয়।

গত ২৮.০৫.২০১৫ শ্রম দফতরের সচিব মাননীয় শ্রী অমল রায় চৌধুরী এবং অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় সৈয়দ হাসান আসকারীর উপস্থিতিতে ব্যাঙেল ও বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঠিকা শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া বিষয়ে WBPCL এর কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণ এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিগণকে নিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বৈঠক হয়। আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঠিকা শ্রমিকদের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ত্রিপাক্ষিক বেতন-চুক্তি সাক্ষরিক হয়েছে যার মাধ্যমে ব্যাঙেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৭৬৯ জন ঠিকা শ্রমিক এবং বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫৬০ ঠিকা

শ্রমিকদের মূল বেতন, ডি.এ. ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

একই পদ্ধতিতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আলোচনার মাধ্যমে গত ২৫.০৬.২০১৫ কোলাঘাট ও সাঁওতালডিহি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নিযুক্ত যথাক্রমে ১৩২০ জন এবং ৪১২ জন ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। এই দুই কেন্দ্রের কার্যরত ঠিকাদারগণ, শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধি, দুই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার, WBPCL এর প্রতিনিধিগণ এবং নীমাংসা আধিকারিক হিসাবে রাজ্য শ্রম কমিশনারেটের অতিরিক্ত শ্রম মহাধ্যক্ষ সৈয়দ হাসান আসকারী এই ত্রিপাক্ষিক চুক্তি দুটি সাক্ষর করেন।

সব ক্ষেত্রেই মূল বেতন এবং মার্হাভাতার বৃদ্ধি হয়েছে আঠারো শতাংশ এবং অন্যান্য ভাতার হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বেতন-চুক্তি গুলি ১.১.২০১৫ থেকে ৩.১.২০১৮ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। আশা করা যায় এই চুক্তির ফলে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিক অসুস্থতা জনিত কারণে কাজ ব্যাহত হবে না এবং অনুকূল শিল্প পরিবেশ বিবাজ্য করবে।

রাজ্যে এখন রাত ১০টা অবধি দোকান খোলা রাখা যাবে পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও সংস্থা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫

পশ্চিমবঙ্গ দোকান ও সংস্থা আইন, ১৯৬৩-র মূল উদ্দেশ্য হল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের দোকান ও সংস্থায় যে সমস্ত কর্মচারী নিযুক্ত আছেন তাঁদের বেতন, কর্ম নিরাপত্তা এবং আইন নির্দেশিত সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা। শ্রম কমিশনারের নির্দেশিত তথ্য অনুসারে মার্চ, ২০১৫ অবধি রাজ্যে এই আইনে নিবন্ধিত দোকান ও সংস্থার সংখ্যা হল ৭,৫৫,৪১৭ যেখানে প্রায় ৯,২৭,৫৯৪ জন কর্মী নিয়োজিত আছেন।

আধুনিক বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলের যুক্তিসংগত প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে এবং দোকান ও সংস্থায় নিয়োজিত শ্রমিকদের আইন নির্দেশিত সুবিধা প্রদান অপরিবর্তিত রেখে এই আইনের কিছু সংশোধন প্রয়োজনীয় ছিল। গত ১৮.৬.২০১৫ তারিখে বিধানসভায় এই সংক্রান্ত সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে মহামান্য রাজ্যপালের সম্মতিক্রমে গত ৩.৭.২০১৫ তারিখে কলকাতা গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিলটি দোকান ও সংস্থা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ রূপে বলবৎ হয়েছে।

বিধান সভায় মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক এই বিল পেশ করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বলেন যে গত শতকের ছয়দশকে দোকান ও সংস্থা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল যার পর থেকে রাজ্যে বহু নতুন ব্যবসা ও পরিষেবার উদ্ভব ঘটেছে যা এই আইনের আওতাভুক্ত হয়নি অথচ সামগ্রিক স্বার্থেই এই নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্তর্ভুক্তি খুবই জরুরি ছিল। কিছু উল্লেখযোগ্য সংশোধন হলঃ

- দোকান ও সংস্থা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ মূল আইনের ২ (২) ধারায় বর্ণিত 'বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের' সংজ্ঞার পরিধির বিস্তৃত করে West Bengal Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 -এর বিবরণ অনুসারে যে কোনোও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, উৎসবের জন্য

ভাড়া দেওয়া বাড়ি, অনলাইন লটারি সেন্টার, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাল্টিজিম, স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র, কারিগরি ও ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, টেলিকলিং পরিষেবা, কেবল ও ডিশ টি ভি অপারেটর, বিভিন্ন টেলিভিশন ও রেডিও মাধ্যমের সংযোগ প্রদানকারী সংস্থা, ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, কুরিয়ার সার্ভিস, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসরকারী বিমান পরিষেবা, জল এবং সড়ক পরিবহণ পরিষেবা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

- মূল আইনের ধারা ২(৬) সংশোধন করে এখন 'জনসাধারণের আমোদ প্রমোদ এবং বিনোদনের জন্য প্রতিষ্ঠানের' সংজ্ঞায় গেম পার্কার, বিনোদন পার্ক, গুয়ারি পার্ক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

- মূল আইনের ধারা ২(১৭) সংশোধনের ফলে বর্তমানে অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্মীর বয়স চৌদ্দ বছরের বেশী এবং আঠারো বছরের কম হতে হবে।

- মূল আইনের ধারা ৬(১) সংশোধন করে দোকান ও সংস্থা (সংশোধনী) আইন, ২০১৫ রাত ৮টার পরিবর্তে রাজ্যের সর্বত্র রাত ১০টা অবধি দোকান খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছেন এবং দোকানের সর্বোচ্চ কাজের সময় বর্ধিত হয়ে এখন ১২ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৪ ঘণ্টা হয়েছে। দোকান বন্ধের সময় পর্যন্ত কর্মরত কর্মীদের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হবে।

- মূল আইনের ধারা ১৭ সংশোধনের ফলে দোকান ও সংস্থা আইন, ১৯৬৩-র নির্দেশ ও বিবরণ মতো দোকান ও সংস্থায় সংরক্ষিত বিভিন্ন নথি বা রেকর্ডের পরিদর্শকদের চাহিদামতো পেশ করতে হবে। কর্মচারীগণও এই সকল নথি পরীক্ষা করতে পারবেন এবং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অংশের প্রতায়িত নকল পাওয়ার অধিকারী হবেন।

- মূল আইনের ২১ ধারা সংশোধনের ফলে আইন লঙ্ঘনকারী দোকান ও সংস্থার সর্বোচ্চ জরিমানা এবং সাজার মোয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বন্ধ কলকারখানার ভবিষ্যৎ মূল্যায়ন নতুন মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠন করল রাজ্য সরকার

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বন্ধ হয়ে থাকা কলকারখানা পুনরায় চালু করা অথবা বিকল্প শিল্প গঠন করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে নয় সদস্যের এক মন্ত্রীগোষ্ঠী গঠন করল রাজ্য সরকার। গত ২০.৮.২০১৫ তারিখে এই সংক্রান্ত নির্দেশনামা জারি হয়েছে। এই মন্ত্রীগোষ্ঠীর সদস্যরা হলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অর্থ ও শিল্প দফতরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী অমিত মিত্র, মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী পূর্ণেন্দু বসু, মাননীয় পুর ও নগরায়ন মন্ত্রী শ্রী ফিরহাদ হাকিম, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রী মণীশ গুপ্ত, মাননীয় আইনমন্ত্রী শ্রীমতী চন্দ্ৰিমা ভট্টাচার্য এবং মাননীয় পরিবেশমন্ত্রী শ্রী সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার।

মূলত উত্তর-দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী জেলায় দীর্ঘদিন ধরে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে আছে। এর মধ্যে চটকলও

রয়েছে। পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার জন্য বন্ধ কারখানার এই জমি রাজ্যের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মন্ত্রীগোষ্ঠী অনুসন্ধান করে কারখানা বন্ধ হওয়ার প্রকৃত কারণ জানতে পারবেন যা তাঁদের সমস্যার মূল্যায়নে সাহায্য করবে। জটিলতা, দীর্ঘসূত্রতা এড়িয়ে রাজ্যের নানা স্থানে বন্ধ থাকা কারখানার জমি পুনরুদ্ধার করে কীভাবে বিকল্প শিল্প গঠন করা যায় তার নীতি নির্ধারণ করবে এই মন্ত্রীগোষ্ঠী। যদি বন্ধ কোনোও কারখানা খোলা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে কর্মহীন শ্রমিকদের অন্তত একাংশের পুনর্নিয়োগের প্রসঙ্গও বিবেচিত হবে।

মন্ত্রীগোষ্ঠী মালিক পক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়ন উভয়ের সাথেই কথা বলবেন। শিক্ষাকর্মী ও সমাজকর্মীদেরও মতামত নেওয়া হবে। আশা করা যায় এই উদ্যোগের ফলে শিল্পায়নের স্বার্থে রাজ্যের বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু হওয়ার কিছু সমাধান সূত্র অবশ্যই মিলবে।

সাম্প্রতিক অগ্রগতি ই এস আই হাসপাতাল, মানিকতলা

শ্রমিকদের উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের ই এস আই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের পরিসীমা বর্তমান বিস্তৃত রয়েছে 'প্যারাসিটামল থেকে পেস-মেকার' অর্থাৎ কোন অসুস্থতার প্রাথমিক থেকে জটিল স্তর অবধি। উল্লেখ্য যে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন ই এস আই হাসপাতাল সমূহের পরিষেবা ও পরিচালন পদ্ধতির উৎকর্ষতাকে স্বীকৃতি জানিয়ে কেন্দ্রীয় ই এস আই নিগমে প্রথম বার কোনো রাজ্যকে পুরস্কৃত করেছে। এই অনন্য স্বীকৃতি রাজ্যের ই এস আই হাসপাতালকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আরও দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ করেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখা যে মানিকতলা ই এস আই হাসপাতালে উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এখানে সম্প্রতি বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই হাসপাতালের অধীক্ষক ডঃ মৃণ্ময় রায় জানান যে—

- আপেক্ষিকালীন চিকিৎসা পরিষেবার প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় প্যাথলজি বিভাগের কিছু অংশ ২৪ ঘণ্টা চালু রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।
- ফেকো পদ্ধতির মাধ্যমে চোখের ছানি অস্ত্রোপচারের জন্য আধুনিক যন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এখন অপারেশন শেষে রোগীরা



এরিনেই বাড়ি ফিরতে পারছেন।

- হাসপাতালের অন্তর্বিভাগে চিকিৎসারী রোগীদের দৈনিক পথ্য আরও স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে প্রস্তুত করার জন্য হাসপাতালের রান্নাঘরে ম্যানিফোল্ড গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থা সহ উচ্চমানের ওভেন ব্যবহৃত হচ্ছে। এই আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে রান্নাঘরের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা দূষণমুক্ত পরিবেশে কাজ করতে পারছেন।

- নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে নার্সিং কোর্সে পাঠরত ছাত্রীদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন চল্লিশ শয্যা বিশিষ্ট হস্টেল নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

রাজ্যের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে মানিকতলা হাসপাতালের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদানের জন্য এই হাসপাতালের উপ অধীক্ষক ডঃ অমিত ভট্টাচার্য ২০১৪-১৫ বর্ষসীমায় হাসপাতালের সামগ্রিক পরিষেবার কিছু নমুনা পরিসংখ্যান পেশ করলেনঃ

- দুশো আটচল্লিশ জন মুমূর্ষু রোগীর স্থায়ী পেসমেকার।
- প্রতি মাসে গড়ে চারশো চল্লিশ জন রোগীর ডায়ালাসিস
- হাসপাতালের Outdoor বিভাগে ১,৬৭,০২৫ জনের চিকিৎসা।
- Indoor বিভাগে মোট ৫০০টি শয্যায় ১১,৭৩০ জন রোগীর চিকিৎসা।



'ভারত ব্লড' কারখানা ছাঁটাই শ্রমিকদের সবাইকে কাজে বহাল

বেলুড়ের হরবনস লাল মালহোত্রা গ্র্যান্ড সপ্তের 'ভারত ব্লড' প্রস্তুতকারী কারখানা ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৩ জন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের নোটিস জারি করেছিলেন। কারখানা কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে একাধিকবার বৈঠকে বসেন রাজ্যের মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক। কিন্তু সঠিক সমাধান সূত্র সহজে মিলছিল না। এরপর গত ৮ই জুন শ্রমিকরা বৃহত্তর বিক্ষোভ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হন যা শ্রম মন্ত্রীর আশ্বাসে পরের দিন থেকে মূলতুবি থাকে।

গত ৯ই জুলাই ২০১৫ মাননীয় শ্রম মন্ত্রীর উপস্থিতিতে মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে পুনরায় ওই শ্রমিকরা কাজে যোগ দেবেন এবং উৎপাদনের যথাযথ মান বজায় রাখবেন। মন্দা চলছে তাই আপাততঃ পুরানো বেতনক্রমই বজায় থাকবে। সকল পক্ষই এই বিষয়ে সহমত হয়েছেন। আশা করা যায় যে আগামী দিনে এই কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষ জনিত কারণে উৎপাদন ব্যাহত হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের কিছু উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি



পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ১৯৭৪-এর নির্দেশ অনুসারে গঠিত পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ রাজ্যের নথিভুক্ত শ্রমিকদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সূচু মানসিক বিকাশের জন্য নানাবিধ উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। মনোরম পর্যটন কেন্দ্রে শ্রমিকদের সুলভে অবকাশ যাপনের জন্য ‘হলিডে হোম’ পরিচালনা এই প্রয়াসেরই অঙ্গ। সাম্প্রতিক কালে সাফল্যের সাথে কল্যাণ পর্ষদ নিম্ন লিখিত কর্মসূচি পালন করেছে :

মে দিবস উদ্‌যাপন

পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের উদ্যোগে গত ১লা মে ২০১৫ কলকাতার ক্ষুদ্রাঙ্গান অনুশীলন কেন্দ্রে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হল ‘মে দিবস’। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিতা করেন মাননীয় শ্রম মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সভাপতি শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়। মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রী সুরত মুখোপাধ্যায়, কল্যাণ মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক এবং শ্রম দপ্তরের আধিকারিকগণ। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী নটিকোতা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। রূপালি পদায় দুই জনপ্রিয় মুখও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়েছিল।

শিলিগুড়িতে গত ২১শে মে ২০১৫ দীনবন্ধু মঞ্চ পালিত হল ‘মে দিবস’। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী গোতম দেব, শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী জাভেদ আখতার, কল্যাণ মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক, যুগ্ম শ্রম মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী মহম্মদ রিজওয়ান ও অন্যান্য শ্রম আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকরা অংশ নিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে শ্রম দপ্তর পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা

প্রকল্পে নথিভুক্ত প্রায় ৭০০ জন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিককে প্রাপ্য সহায়তা-অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে আন্তঃ চা-বাগিচা ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৫

বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে শিলিগুড়ির দাগাপুর ফুটবল মাঠে গত ২৫.০৭.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হল আন্তঃ চা-বাগিচা ফুটবল প্রতিযোগিতা, ২০১৫-র চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রী গোতম দেব, কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক, শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের বোর্ড সদস্য শ্রী সৌমিত্র কুণ্ডু এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের শিলিগুড়ি দপ্তরের উপ-কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী আতাউর রহমান জানান যে প্রাথমিক স্তরে ৭৪টি চা-বাগান থেকে আসা ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতার নক-আউট স্তরের খেলায় অংশ নিয়েছিল জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে। কল্যাণ পর্ষদের প্রতিটি বাগানের জন্য যে শাখা রয়েছে তারাই প্রাথমিক স্তরে খেলার আয়োজন করেছিলেন। নির্বাচিত ৯টি দল ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। এই দিন হাড্ডা-হাড্ডি লড়াই শেষে কমলা চা বাগানকে পরাজিত করে দাগাপুর বাগান জিতে নিয়েছিল এই বছরের বিজয়ীর ট্রফি।

ফুটবলকে ঘিরে প্রায় তিন সপ্তাহব্যাপী এই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র খেলার মাঠেই সীমাবদ্ধ থাকে না। চা-বাগানের শ্রমিকদের গতানুগতিক, নিস্তরঙ্গ জীবনে এই প্রতিযোগিতা বয়ে নিয়ে আসে নির্মল আনন্দ আর বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। খেলার শেষেও তাই খেলা ফুরোয় না, আলোচনা আর তর্ক-বিতর্কে ফিরে আসে এই খেলার নানা মুহূর্ত অনেক দিন ধরে। কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক বলেন যে এই খেলা পরিচালনার প্রেক্ষাপটে এক বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি আছে। খেলার মাধ্যমে বাগানে কর্মরত চা শ্রমিক সহ সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছিয়ে তাদের সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল

থাকা যায়। এর ফলে পরবর্তীকালে উন্নয়ন কর্মসূচিতে তাদেরকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া সহজ হয়।

শ্রমিক কল্যাণ দিবস

গত ১৪ই অগাস্ট ২০১৫ অপরাহ্নে আসানসোলার কল্যাণপূর আদর্শ শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে উদযাপিত হল ‘শ্রমিক কল্যাণ দিবস’। এই অনুষ্ঠানে মাননীয় শ্রম মন্ত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের সভাপতি শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী শান্তিরাম মাহাতো, কল্যাণ মহাধ্যক্ষ শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে ভগ্ন দশা কাটিয়ে নবসাজে সজ্জিত হয়ে সদ্য আত্মপ্রকাশ করেছে কল্যাণপূরের এই আদর্শ শ্রমিক মঙ্গল কেন্দ্র। প্রেক্ষাগৃহেরও আধুনিকীকরণ হয়েছে। এই দিন তাই সাধারণ মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল নজর কাড়া।

প্রথম পাতার পর

ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নতুন শাখা আসানসোলে



অধিকর্তা মাননীয় শ্রী প্রদীপ কুমার মিত্র, রাজ্য শ্রম প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা মাননীয় শ্রীমতী রীনা টারগেন, রাজ্য শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের কল্যাণ মহাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী পার্থ প্রতিম ভৌমিক, বয়লার অধিকারের যুগ্ম অধিকর্তা মাননীয় শ্রী সৌম্যকান্তি দাস এবং শ্রমদপ্তরের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক জানান যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দক্ষ ওয়েল্ডারদের শিল্প ক্ষেত্রে যথেষ্ট চাহিদা থাকায় সরকার অনুমোদিত এই দুইটি পাঠ্যক্রম কর্মপ্রার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে বেসরকারী ক্ষেত্রের তুলনায় প্রশ্রাভীত কর্ম খরচে এই উচ্চ মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি আগামীদিনে ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন।

হিন্দমোটরের শ্রমিকদের সরকারি ভাতা

২০১৫ সালের মে মাসে হিন্দমোটর কারখানায় সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের এক বছর পূর্ণ হয়েছে। তাই জুন মাস থেকেই যোষণা অনুসারে এই কারখানার শ্রমিকরা সরকারের অনুদান পাবেন। শ্রীরামপুরের উপ শ্রম মহাধ্যক্ষ শ্রী অমল মজুমদার জানান যে শ্রীরামপুরে শ্রম দপ্তরের কার্যালয় থেকে ফর্ম বিলি শুরু হয়েছিল এবং গত ১৫ থেকে ২৪ জুলাইয়ের মধ্যে প্রায় তেরশো শ্রমিক তাদের ভাতার জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করে আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন। আবেদন পত্র খতিয়ে দেখে শ্রমিকদের প্রতি মাসে ১৫০০/- টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

রিষড়ায় পুনরায় চালু হল হেস্টিংস চটকল

দু’ মাসেরও বেশি বন্ধ থাকার পর রিষড়ার হেস্টিংস চটকলে অচলাবস্থার অবসান হল। গত ৮ই জুন চটকল কর্তৃপক্ষ সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক যোষণা করায় কাজ হারানো প্রায় পাঁচ হাজার জন শ্রমিকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। গত ২৮শে অগাস্ট, ২০১৫ মাননীয় শ্রম মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে স্থির হয় যে পরের দিন থেকেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে এবং তিন দিন পর থেকে উৎপাদন চালু হবে। এর পর আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চলবে।

ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য :

Boiler Quality High Pressure Welder : ন্যূনতম যোগ্যতা : ক্লাস এইট পাস। ন্যূনতম বয়স : ১৮। পাঠ্যক্রমের খরচ : ৭০০০ টাকা। পাঠ্যক্রমের মেয়াদ : এক বছর। আসন সংখ্যা : ১৫।

Advanced Boiler Quality High Pressure Welder : ন্যূনতম যোগ্যতা : ক্লাস টেন পাস অথবা ITI বা সমতুল পরীক্ষায় পাস। ন্যূনতম বয়স : ১৮ বছর। পাঠ্যক্রমের খরচ : ৯০০০ টাকা। পাঠ্যক্রমের মেয়াদ : এক বছর। আসন সংখ্যা : ১৫।

এই নতুন ওয়েল্ডার্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু করার প্রশংসাশী বয়লার অধিকারের সাম্প্রতিক অগ্রগতি পশ্চিমে মুখ্য পরিদর্শক মাননীয় শ্রী গোপালচন্দ্র দাশ জানান যে নতুন বয়লারের নিবন্ধীকরণ এবং নিবন্ধীকৃত বয়লারের লাইসেন্স নবীকরণ সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলী শীঘ্রই অন লাইনের মাধ্যমে সম্পাদন করা যাবে।

এক ফোনে সব খবর : শ্রমিক-সাথী সহায়তা নম্বর (হেল্প লাইন) :— ১৮০০১০৩০০০৯

শ্রমজীবী মানুষের আইনসিদ্ধ ও প্রাপ্য সুযোগ সুবিধার জন্য প্রচারিত, আইনানুগ কারণে ব্যবহারের জন্য নয়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক - অধিকর্তা, এস এল আই কর্তৃক পি-গ্রি, সি আই টি স্কিম, সেডেন-এম, মানিকতলা মেইন রোড, কঁকুড়াগাছি, কলকাতা-৭০০ ০৫৪ থেকে প্রকাশিত এবং

সরব্বী প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত

সম্পাদক - অধিকর্তা, এস এল আই